যায়যায়দিন

তারিখ 16 APR 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 6 ...

নতুন বই হাতে উচ্ছ্বসিত একদল শিশু শিক্ষার্থী -যায়যায়দিন ফটো

কেউ কথা রাখেনি টাকাও ফেরত দেয়নি

এম মামুন হোসেন

ভর্তিতে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ

প্রথম শ্রেণীর ভর্তিতে নেয়া অতিরিক্ত টাকা ফেরত বা মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ কোনো স্কুল বাস্তবায়ন করেনি

শিক্ষা মন্ত্রণালয় চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজধানীর নামি-দামি স্কুলগুলোতে ভর্তির সময় নেয়া অতিরিক্ত টাকা ফেরত বা মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করার নির্দেশ দিলেও এখন পর্যন্ত কোনো স্কুল তা বাস্তবায়ন করেনি। উল্টো সরকারের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শিক্ষা বছরের সাড়ে তিন মাস চলে যাওয়ার পর 'ডোনেশন মানি' নিয়ে ঢাকার মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে।

ঢাকা মহানগরের আংশিক এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা মাধ্যমে ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন ও উন্নয়ন ফিসহ সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৮ হাজার এবং ইংরেজি মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নেয়া যাবে বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়। ভর্তির সময় এরচেয়ে বেশি টাকা নেয়া হলে তা ফেরত বা বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি নির্দেশনাও জারি করে। নির্দেশনায় বলা হয়, ঢাকার এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত ৫ হাজার টাকার বেশি নেয়া যাবে না। কোনো প্রতিষ্ঠান এর চেয়ে বেশি টাকা আদায় করে থাকলে তা মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় অথবা ফেরত দিতে হবে।

কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ নির্দেশ উপেক্ষা করে কয়েকটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভর্তির সময় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা আদায় করে। এর মধ্যে মনিপুর স্কুল ও কলেজ, ভিকারুন নিসানূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ নামি-দামি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভর্তিতে বেশি টাকা নেয়ার অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি তদন্ত কমিটি করে। পরে তাদের প্রতিবেদনের আলোকে অর্থ ফেরত দেয়ার এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

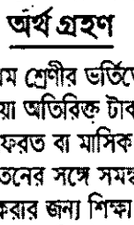

জানা গেছে, বেশি টাকা নিয়ে সবচেয়ে আলোচিত রাজধানীর মনিপুর স্কুল ও কলেজ এখনো অতিরিক্ত টাকা ফেরত বা সমন্বয় করার কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। সরকারের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেতন ছাড়াই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন ভর্তিতে অনুদানসহ ২৪ হাজার ৮০০ টাকা নিয়েছে। ভিকারুননিসা নূন

টাকাও : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

টাকাও : ফেরত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্কুল অ্যান্ড কলেজে ইংরেজি মাধ্যমে বেতন ছাড়া ১৩ হাজার ৩০০ (ইংরেজি) ও বাংলা মাধ্যমে ১১ হাজার ৬০০ টাকা নেয়। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আরো নানা ধরনের অভিযোগ আছে। ছাত্রীরা এখনো কেউ পরিচয়পত্র পায়নি। প্রতিমাসে শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন তথ্য জানাতে খুদে বার্তা পাঠানোর জন্য ছাত্রীদের কাছ থেকে ২০ টাকা করে নেয়া হয়। তবে অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, টাকা নিলেও কোনো তথ্য খুদে বার্তার মাধ্যমে তাদের জানানো হয় না।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের মুগদা শাখায় অনুদানের ভর্তিতে নেয়া হয় দুই লাখ ১১ হাজার ৯০০ টাকা, মেধা কোটায় ৩১ হাজার ৯০০ টাকা। আর মতিঝিলে বাংলা মাধ্যমে ১৭ হাজার ৯০০ ও ইংরেজি মাধ্যমে ১১ হাজার ৯০০ (বেতন ছাড়া) টাকা। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষা বছরের সাড়ে তিন মাস চলে যাওয়ার পরও দুই লাখ টাকা ডোনেশন মানি নিয়ে শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে।

ভর্তিতে বাড়তি টাকা নেয়া অন্য বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম শহীদ বীরউত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, বিএএফ শাহীন কলেজ, মিরপুর বাংলা উচ্চবিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা হাইস্কুল, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। সরকারের নির্দেশনা থাকলেও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো অতিরিক্ত টাকা ফেরত বা সমন্বয়ের কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

এ ব্যাপারে মনিপুর হাই স্কুলের অধ্যক্ষ মো. ফরহাদ হোসেন জানান, মনিপুর হাই স্কুল আংশিক এমপিওভুক্ত। বর্তমানে সাড়ে ৬শ' শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১০১ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত। নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির অর্থ ছাড়া তাদের আয়ের অন্য কোনো উৎস নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে এমবিবিএস চিকিৎসক, কম্পিউটার ল্যাবসহ শিক্ষার্থীদের জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা চলমান রাখতে হলে অতিরিক্ত ফি গ্রহণের বিকল্প নেই। তবে পুরনোদের কাছ থেকে বেশি টাকা নেয়া হয়নি বলে তিনি জানান। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে টাকা ফেরত কিংবা সমন্বয় করার জন্য কোনো চিঠি তারা পাননি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুআরা বেগম জানান, অতিরিক্ত টাকা ফেরত কিংবা বেতনের সঙ্গে সমন্বয়ে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তের জন্য মিটিংয়ে এজেন্ডাভুক্ত করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। সময়মত ছাত্রীরা পরিচয়পত্র না পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এ বছর এমনটা হয়েছে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে ছাত্রীরা আইডি কার্ড পাবে। খুদে বার্তা পাঠানো আপাতত বন্ধ। তবে প্রয়োজনীয় নোটিশগুলো পাঠানো হচ্ছে বলে তিনি জানান।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান-উর-রশীদ জানান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গভর্নিং বডির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রথম শ্রেণীতে স্কুলে কত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় শিক্ষা বোর্ডে তার কোনো নিবন্ধন করতে হয় না। এ সুযোগে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বছরের মাঝখানে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ নিতে পারে। অতিরিক্ত ফি গ্রহণ ও শিক্ষা বছরের মাঝখানে শিক্ষার্থী ভর্তি করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে তিনি জানান।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, পুরোপুরি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাড়তি টাকা নেয়ার প্রয়োজন নেই। আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভর্তি ফি তারতম্য করা হয়েছে। তবে নির্ধারিত অর্থের বেশি যাদের কাছ থেকে নিয়েছে তাদের ফেরত দেবে অথবা মাসে মাসে বেতনের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

এখনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টাকা ফেরত দেয়নি বা সমন্বয় করেনি- এ ধরনের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কেউ তাদের কাছে কমপ্লেইন করেনি। অভিযোগ না করলে কীভাবে ব্যবস্থা নেবেন? তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের কাছে কেউ অভিযোগ করে না। শুধু সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অভিভাবকরা এত সাধারণ যে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করতে পারে না। অথচ এসব সাধারণ মানুষের সন্তানরা অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে।